তারিখ 24 APR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকট

ঢাবির হলে ঠাঁই না মেলায় শিক্ষার্থীরা রাতে মসজিদে ঘুমায়

॥ সাইদুর রহমান ॥

রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোতে নামমাত্র আবাসন সুবিধা দেয়া হচ্ছে। তীব্র আবাসন সংকটের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর হলগুলো গণরুমে পরিণত হয়েছে। সংকট এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গণরুমে জায়গা না পেয়ে গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীরা হলগুলোর মসজিদে অবস্থান নিয়েছে। তবে মসজিদেও শিক্ষার্থীদের ঠাঁই মিলছে না। সংকট চরমে থাকায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজসহ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকট বেড়েই চলেছে। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা জীবন শেষ করতে না পারায়, প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি, হলগুলোতে বহিরাগতদের অবস্থান এবং নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি অব্যাহত থাকায় আবাসন সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে প্রকাশ করেছে চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৮৬৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭ হাজার ৩৩৯ জন আবাসিক সুবিধা পাচ্ছে। মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৩৫ ভাগ আবাসিক সুবিধা পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কলেজগুলোতে আবাসন সংকট বেশি। রাজধানীর অধিকাংশ কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন আবাসন ব্যবস্থা নেই। সামান্য আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও তার পুরোটাই ছাত্রনেতাদের নিয়ন্ত্রণে।

আবাসন সংকটের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন হল নির্মাণ কঠিন হয়ে পড়েছে। ছাত্রের সংখ্যা যেহারে বেড়েছে সেই হারে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সঙ্গতি তৈরি হয়নি। তবে যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও সিনেট রয়েছে সেখানে তাদের সংকট চিহ্নিত করে সরকারকে জানাতে হবে। সরকার সেই অনুযায়ী সংকট নিরসনের চেষ্টা করবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, রাজধানীর অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকটকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা দখলদারিত্ব আর ছাত্র রাজনীতির আধিপত্য আগের মত বহাল। (১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(প্রথম পৃঃ পর)

রয়েছে। সরকার দলের ছাত্রসংগঠনগুলো বরাবরই হলগুলোতে প্রতিষ্ঠা করে নিরংকুশ আধিপত্য। নেতারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের মর্যাদা পর্যন্ত দিতে চান না। ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় মিছিলে একপ্রকার ভেড়ার পালের মতো ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রেই মেধা নয়, রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং ছাত্রনেতাদের পরামর্শে বন্টন করা হয় আবাসিক সিট। এসব কারণে দিনের পর দিন আবাসন সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে।

এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সত্তর ভাগ ছাত্র হলে অবস্থান করছেন অবৈধভাবে। হলে অবস্থানকারী ছাত্রদের বিশাল অংশ আবাসিক বা দ্বৈতাবাসিক অনুমতি নেননি। ছাত্রনেতারা দলের মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নেয়ার শর্তে তাদের হলে সিট দিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বছরে মাত্র দুটি আবাসিক হল নির্মিত হয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে এখানে ১ হাজার ১৬ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্র ও একটি ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২০০১ সালে 'টুইন টাওয়ার' নামে একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দিয়ে যান। এরপর সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর ৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ হল নির্মিত হলে বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রীদের সিট বরাদ্দ দেয়া হবে। কিন্তু তা ঘোষণা পর্যায়েই রয়ে গেছে। তবে হলটির নামকরণ নিয়ে একধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। এছাড়া বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার সূর্যসেন ও জিয়া হলের মধ্যবর্তী স্থানে মওলানা হামিদ খান ভাসানীর নামে একটি এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রহল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়মতো শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় না। একটি ব্যাচ পাস করে বের হওয়ার আগেই অন্য একটি ব্যাচ বছরের প্রথমে ভর্তি করিয়ে তাদের হলে থাকতে দিতে হচ্ছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে তীব্র সেশনজট, সময়মতো পরীক্ষা না হওয়া ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা হল ছাড়তে পারছেন না। ধারাবাহিকভাবে সিট সংকট বাড়ার এটাও অন্যতম কারণ বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। এছাড়া অনেক ছাত্র ও ছাত্রনেতা তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে এখনও হলের রুম দখল করে আছেন। আর এ কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ ছাত্ররা। ছেলেদের হলগুলোতেই এ সমস্যা প্রকট। অথচ এ ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৫৮ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি আবাসিক হলে ধারণ ক্ষমতানুযায়ী ১০ হাজার ১০০ ছাত্র-ছাত্রীর অবস্থানের সুযোগ থাকলেও বর্তমানে অবস্থান করছে প্রায় ২০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী। অর্থাৎ ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ শিক্ষার্থী হলে অবস্থান করছে। হলগুলোর কোন কোন কক্ষে ৫ জনের জায়গায় অবস্থান করছে ২০-২৫ জন। আর এ গণঅবস্থানের কারণে পড়ালেখাসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়া হলগুলোতে দখলদার ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দখলে রয়েছে তিন শতাধিক কক্ষ। নিয়মিত মিছিল মিটিং করার শর্তে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তারা হলে তুলে থাকেন। হলে সিট বন্টনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের তেমন কোন হস্তক্ষেপ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে বর্ধিতাংশসহ ৬৩৬টি সিটের বিপরীতে দ্বৈতাবাসিকসহ অবস্থান করছে এক হাজার ছাত্র। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৪০৫টি আবাসিক সিটের বিপরীতে দ্বৈতাবাসিকসহ বসবাসরত ছাত্রের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে ৫৪০টি সিটের বিপরীতে অবস্থান করছে দেড় হাজার ছাত্র। দ্বৈতাবাসিক দেখানো হয়েছে ৮৩০ জন। শহীদুল্লাহ হলে ৬শ' সিটের বিপরীতে প্রায় দেড় হাজার, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৯৬৬টির বিপরীতে দেড় হাজার, মাস্টার দা সূর্যসেন হলে ৫৭৭টির বিপরীতে ১৩শ, কবি জসীম উদদীন হলে ৩৯৭টির বিপরীতে প্রায় এক হাজার, স্যার এ এফ রহমান হলে ৪৯০টির বিপরীতে প্রায় ৮শ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৪৯০টি সিটের বিপরীতে ৯শ, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৫৮২টির বিপরীতে এক হাজার, জগন্নাথ হলে ১০৭২টির বিপরীতে বর্তমানে আবাসিক ও দ্বৈতাবাসিকসহ প্রায় দুই হাজার এবং সর্বশেষ নির্মিত অমর একুশে হলে ৪৪৬টি সিটের বিপরীতে অবস্থান করছে ৬শ ছাত্র। ইন্টারন্যাশনাল হলে বর্তমানে ৬৫ জন বিদেশী ছাত্র রয়েছে। এ হলের ১২২টি কক্ষের মধ্যে ৬০টি কক্ষে বিদেশী ছাত্র, ৩টি অতিথি কক্ষ এবং বাকি কক্ষগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা অবস্থান করছেন।

মেয়েদের ৪টি হলে আবাসিক অবস্থা আরো করুণ। বেগম রোকেয়া হলে আসন সংখ্যা ১ হাজার ৩৭৪টি। আবাসিক-দ্বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে বাস করছে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রী। এ হলের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিবছর এ হলে অধিভুক্ত হওয়া ৫ শতাধিক ছাত্রীর মধ্যে প্রথমদিকে অনেকে আত্মগোপন করে হলে বসবাস করে। এ হলের ১টি গণরুমে বাস করে ২০-২৫ জন ছাত্রী। শামসুন্নাহার হলে মেয়েদের আবাসিক সিটের সংখ্যা ১২৫০। অবস্থান করছে আড়াই হাজার ছাত্রী। এ হলে রয়েছে কয়েকটি গণরুম। প্রতিটি রুমে ১৮-২০ জন করে ছাত্রী বসবাস করে। কুয়েত মৈত্রী হলে আবাসিক সিটের সংখ্যা ৬১৮টি। দ্বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে এক হাজার ছাত্রী বাস করছে। বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে ৬৭৫টি আসনের বিপরীতে বসবাস করছে প্রায় ৮শ ছাত্রী। নবাব ফয়জুন্নেসা ছাত্রীনিবাসে আবাসিক ছাত্রী সংখ্যা ১৫০। এ ছাত্রীনিবাসটি মূলত গবেষক ছাত্রীদের জন্য।

মসজিদে ঘনবসতিঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলে একাধিক গণরুম থাকার পরেও আবাসন সংকট নিরসন করা সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ষের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হলের মসজিদে অবস্থান নিয়েছে। তবে মসজিদেও শিক্ষার্থীদের ঠাঁই মিলছে না। বর্তমানে প্রতিটি হলের মসজিদে ৬০ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী অবস্থান করছে। তারা প্রায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। ছাত্রদের অবস্থানের কারণে মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে মসজিদে অবস্থানরত ছাত্রদেরও ছাত্রনেতারা নিয়ন্ত্রণ করছেন। মসজিদে অবস্থানকারীরা বলেছেন, তারা বাধ্য হয়ে মসজিদে অবস্থান নিয়েছেন। এখানে তাদের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য থাকতে হয়। এক প্রকার পলাতক আসামির মতো নামেমাত্র হলে থাকা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সমস্যা বহুদিনের। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শিগগিরই দুইটি আবাসিক হলে নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে। হল দুইটি নির্মিত হলে ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন সমস্যা অনেকটা হ্রাস পাবে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ঃ দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। তবে চলতি ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা এবার কোন সিট পাচ্ছে না। গত রবিবার থেকে ক্লাস শুরু হলেও এখানো পর্যন্ত কোন শিক্ষার্থী কোন সিট পায়নি। তাদের নামমাত্র হলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে এ বছরের শিক্ষার্থীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের দেয়া নির্দেশিকায় সব ছাত্র-ছাত্রীদের হলে থাকা বাধ্যতামূলক বলে উল্লেখ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১ টি হল রয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রদের ৬টি এবং ছাত্রীদের ৫টি। এ বছর ক্লাস শুরুর আগে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সিট সংকটের কথা জানানো হয়। বিকল্প হিসেবে নবাগতদের জন্য ঢাকা থেকে ক্যাম্পাসে আসা যাওয়ার জন্য পাঁচটি বিআরটিসি বাস রয়েছে। তবে নিরুপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ গত শনিবার থেকে প্রতিটি হলের ছাত্র সংসদ, কমন রুম, টিভি রুম, নামাজের রুম আপাতত শিক্ষার্থীদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে। প্রত্যেক রুমে ৪০ থেকে ৫০ জন করে অবস্থান করছে। তবে রাজনৈতিক বিবেচনায় কিছু ছাত্র ওঠানো হচ্ছে এরপরেও এ বছর প্রায় ১৪শ' শিক্ষার্থী হলে সিট পাচ্ছে না। ১৯৭০ সালে সাভারে দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির বলেন, অচিরেই আবাসন সমস্যার সমাধান করা হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)ঃ বুয়েটের ৮ হাজার ২শ' ৪৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৮২৪ জন শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকেন। মাত্র ৩৪০ জন ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন। অন্যদিকে ২ হাজার ৪৮৪ জন ছাত্র আবাসিক সুবিধা ভোগ করছেন। মোট শিক্ষার্থীর শতকরা মাত্র ৩৪ জন আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ঃ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। তবে শিক্ষার্থীরা আজ পর্যন্ত কোন আবাসন সুবিধা পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি হল থাকলে সেগুলো বেদখল হয়ে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবার চেষ্টা করে বেদখল হলগুলো উদ্ধার করতে পারেননি। সম্প্রতি শিক্ষার্থীরা হল উদ্ধারের দাবিতে কয়েকদিন আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছে। এ বিষয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মেসবাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, হল উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা কলেজঃ ঐতিহ্যবাহি ঢাকা কলেজেও তীব্র আবাসন সংকট বিরাজ করছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এ কলেজে সাতটি ছাত্রাবাস গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ছাত্রাবাসে সব সময়ে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের প্রভাব বেশি। ছাত্রাবাসগুলোর মধ্যে শহীদ ফরহাদ হোসেন হলে (প্রায় ২শ' শয্যাবিশিষ্ট) অবস্থান করে প্রায় ৫ শতাধিক ছাত্র, দক্ষিণ ছাত্রাবাসে (প্রায় ২শ' শয্যাবিশিষ্ট) থাকে প্রায় ৩৯০ জন ছাত্র, দক্ষিণায়ন ছাত্রাবাস (১০০ শয্যাবিশিষ্ট) অবস্থান করে প্রায় সাড়ে ৪শ' ছাত্র, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস হল (১৮০ শয্যাবিশিষ্ট) অবস্থান করে ৫শ' ছাত্র, ইন্টারন্যাশনাল হলে (৭০ শয্যাবিশিষ্ট) অবস্থান করে প্রায় ৩শ' ছাত্র এবং পশ্চিম ছাত্রাবাসে (প্রায় ২০০ শয্যাবিশিষ্ট) অবস্থান করে ৫শ' ছাত্র। এখানে সিট বন্টনের পুরোটাই ছাত্রনেতারা নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে হলে ছাত্র উঠানো হয়। শিক্ষার্থীরা জানান, ছাত্রনেতাদের কথার বাইরে হলে টিকে থাকাই কষ্টকর। প্রায় প্রতিটি ছাত্রাবাসে কমবেশি বহিরাগতরা অবস্থান করে, যার জন্য কলেজের নিয়মিত ছাত্রদের এক প্রকার মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়।

ইডেন মহিলা কলেজঃ ইডেন মহিলা কলেজের পাঁচটি হলে বর্তমানে আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রী অবস্থান করছে। এই কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। ইডেন কলেজের বেশিরভাগ ছাত্রী কলেজের আশপাশের এলাকায় সাবলেট ভাড়ায় থাকেন। কলেজে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ছাত্রীরা এক প্রকার মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। ইডেন কলেজের ছাত্রীদের বড় একটি অংশ গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। কলেজের একজন ছাত্রী জানান, দীর্ঘ চার বছর পরে অনেক সংগ্রাম করে তিনি হলে সিট পেয়েছেন। কলেজের ছাত্রীদের জন্য নামেমাত্র হল রয়েছে। বেশিরভাগ ছাত্রী হলের কোন সুবিধা পান না।

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজঃ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে প্রায় ২৩শ শিক্ষার্থী থাকলেও মাত্র পাঁচশ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পাচ্ছেন। এই কলেজে তিনটি আবাসিক হল রয়েছে। এগুলো হল- পুরাতন হোস্টেল, ২ নম্বর হোস্টেল এবং ৩ নম্বর হোস্টেল। প্রত্যেক হোস্টেলে দুইশ' ছাত্রী অবস্থান করে। প্রত্যেকটি হলে শিক্ষকদের কর্তৃত্ব বেশি। তবে এখানে মেধারভিত্তিতে সিট বন্টন করা হয়। কলেজের ছাত্রী তন্নী জানান, আমাদের কলেজে কোন রাজনীতি নেই। মেধারভিত্তিতে সিট দেয়া হয়। তবে কলেজে ছাত্রীর তুলনায় আবাসন সমস্যা তীব্র।

সরকারি তিতুমীর কলেজঃ সরকারি তিতুমীর কলেজে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করলেও তিনটি ছাত্রাবাসে ১২শ' ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পান। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য তিতুমীর কলেজ ছাত্রাবাস এবং মেয়েদের জন্য দুটি ছাত্রীনিবাস রয়েছে। ছেলেদের ছাত্রাবাসটি ২শ' শয্যাবিশিষ্ট হলেও এখানে প্রায় ৭ শতাধিক ছাত্র অবস্থান করছে। ছাত্রীনিবাসে সিট বন্টনের ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ম-কানুন মানা হয়।

কবি নজরুল কলেজঃ কবি নজরুল কলেজেও গরীব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা অধ্যয়ন করে। এখানে একটি মাত্র ছাত্রাবাস রয়েছে। এই ছাত্রাবাসে মাত্র ১শ জন ছাত্র থাকতে পারেন। ছাত্রাবাসের বেশিরভাগ কক্ষ অরক্ষিত। দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলা ও অযত্নে পড়ে আছে। এই কলেজে প্রায় ১৪ হাজারের মতো শিক্ষার্থী রয়েছে।

বিশিষ্টজনদের ভাবনাঃ রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকট প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ইত্তেফাককে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে না পারলে পড়াশোনা বিঘ্নিত হবে এটা স্বাভাবিক। তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। বর্ধিত ছাত্র ভর্তির কারণে আবাসন সংকট চরম রূপ নিয়েছে বলে তিনি জানান। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম আরো বলেন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে হল-হোস্টেল নির্মাণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। নতুন হল নির্মাণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।